বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

"শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি"

খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা

দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত কর্মশালার কার্যবিবরণী:

প্রধান অতিথি	:	জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক, মাননীয় মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
সভাপতি	:	জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
কর্মশালার স্থান	:	শহীদ আলতাফ মিলনায়তন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ ও দিন-ক্ষণ	:	২৯/১২/২০২১, বুধবার, বেলা ১১-০০টা।
কর্মশালায় উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক'।

কর্মশালার শুরুতে ক্বারী মোঃ রফিকুল ইসলাম পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন। অত:পর দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্তে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু হয়।

জনাব মোঃ আজমুল হক, সচিব (উপসচিব), কেসিসি বলেন, দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয়ের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল। শুদ্ধাচার চর্চার অংশ হিসেবে প্রতি বছর কর্মচারীদের দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্পর্কে ৬০ ঘন্টার প্রশিক্ষণ করানো হবে। কেসিসিতে ভাল কাজের ভাল পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্য তিরস্কারের ব্যবস্থা আছে। গত বছর করোনার মধ্যে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা কেসিসির রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রেখে ভাল কাজ করেছেন বিধায় ভাল কর্মকর্তা হিসেবে তাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। কেসিসিতে শুদ্ধাচার চর্চা করা হবে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ করা হবে। দুদক ও সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে। তিনি সভাকে জানান যে, মেয়র মহোদয়ের সাথে তিনিসহ সকলেই সততার সাথে কাজ করতে চান। সততার সাথে ভালভাবে কাজ করলে খুলনা সিটি কর্পোরেশন বাংলাদেশের মধ্যে ১ম স্থান লাভ করবে।

দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি, এসএনভি এবং সরকারি তথ্য কর্মকর্তা কেসিসি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বক্তব্য হতে সভায় প্রকাশ পায় যে, কেসিসিতে শুদ্ধাচার চর্চা শুরু হয়েছে এবং মাননীয় মেয়র মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কেসিসির সকল বিভাগ/শাখায় দুর্নীতি নির্মূল করা হবে। কেসিসিতে জনগণ যে কোন সেবা নিতে আসলে সময়মত তার কাজটি করে দেয়া অথবা তার সংশ্লিষ্ট কাজের দপ্তর দেখিয়ে দেয়া, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সেবা মূল্য গ্রহণ ও সঠিক সেবা প্রদান করা, নৈতিকতা বজায় রেখে কাজ করলে একদিকে কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মক্ষেত্রে ফাউন্ডেশন মজবুত হয়। অন্যদিকে সে সকলের আস্থাভাজন হয়ে উঠে এবং অবশ্যই তার সাফল্য আসবে। নৈতিকতা বজায় রেখে জনগণকে কাজের সহযোগিতা করা বা কাজটি করিয়ে দেয়া খুবই ভাল কাজ। সততার প্রতীক মেয়র মহোদয়ের সহযোগী হিসেবে কর্মচারীরাও শুদ্ধাচার করছেন এবং দুর্নীতি বর্জন করেছেন। এটা সব সময় সক্রিয় রাখার আশা পোষণ করা হয়। দুর্নীতি বিষয়ে কারো কোন দোষ-ক্রুটি থাকলে তা সংশোধন না হলে প্রত্যেক দপ্তরে, সিটি ক্যামেরা স্থাপন করার জন্য সভায় মতবাদ ব্যক্ত করা হয়। সিটি কর্পোরেশন যে সব সেবা দিয়ে থাকে এবং সকল সেবার নির্ধারিত মূল্য সিটিজেন চার্টারে লিপিবদ্ধ থাকতে হবে। সব বিষয়ে তথ্য সমূহ জনগণ যাতে জানতে পারে সে জন্য প্রত্যক ওয়ার্ড অফিসে এবং নগরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে সিটিজেন চার্টার টাঙ্গিয়ে দিতে হবে এবং তাতে সেবার ধরন ও সেবা মূল্য নির্ধারণ করে সেবা পাবার দপ্তর উল্লেখ থাকলে জনগণ সহজে কাঙ্খিত সেবা পাবে। তাহলে খুলনা সিটি কর্পোরেশন দুর্নীতিমুক্ত হবে।

এছাড়া সিটি কর্পোরেশনের সেবার ধরণ ও মান সম্পর্কে লিফলেট তৈরি করে জনগণের মধ্যে বিতরণ ও মাইকিং করার মতব্যক্ত করা হয়। কেসিসিতে শুদ্ধাচার চর্চা করা হচ্ছে এবং দুর্নীতিমুক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে অবগত হয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহ সভাপতি জনাব জাফর ইমাম অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেছেন। স্কুল কলেজ পর্যায়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাঝে দুর্নীতির কুফল সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিয়ে তারা ২০০৮ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে বলে সভায় অবহিত করা হয়। সভায় আরো প্রকাশ পায় যে, এ নগরের অধিকাংশ বাড়ির সেফটিক ট্যাংক হতে মূল ড্রেনের সাথে পাইপ লাইনের সংযোগ দেয়া আছে এবং ঘরের জানালা দিয়ে ময়লা আবর্জনা ড্রেনে ফেলে দেয়। এসব মন্দ চর্চা প্রতিরোধ করা না হলে পরিবেশ মারাত্মক দূষণের সম্মুখীন হবে। অপরদিকে, বাড়ি নির্মাণ করার ক্ষেত্রে রাস্তার উপর ইট, বালি, খোয়া ইত্যাদি রেখে নির্মাণ কাজ চালানোর ফলে জনসাধারণের চলাচলে বিঘ্নতার সৃষ্টি হচ্ছে। এ ধরনের বিঘ্নকারীদেরকে জরিমানা করে এসব কিছুর শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে হবে। পৌরট্যাক্স এবং ট্রেড লাইসেন্স ফিস্ অন লাইনে ঘরে বসে দেবার ব্যবস্থা করলে জনগণ উপকৃত হবে এবং সিটিজেন চার্টারে সকল কাজের ফিস্ এর টাকা উল্লেখ থাকতে হবে। তাহলে সহজে কেসিসিতে দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ বজায় থাকবে।

অত্র কর্মশালার প্রধান অতিথি জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক, মাননীয় মেয়র মহোদয় বলেন, খুলনার মানুষের জন্য সুন্দর শহর উপহার দেয়ার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাসহ সকলে মিলে কাজ করতে হবে। অফিশিয়াল কাজের জবাবদিহিতা না থাকলে কাজের ফল ভাল হয় না। কেসিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের উপর তিনি খুশি নন। সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে নিজেদের ভুল-ত্রুটি সংশোধন পূর্বক নীতিবান হয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য তিনি আহবান জানান। ব্রিটিশ আমলে খুলনা শহর পরিচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু এখন মানুষ বিল্ডিং তৈরি করে সেপ্টিক ট্যাংকের সাথে ড্রেনে পাইপ সংযোগ দেয়। আবার রান্না ঘর থেকে ময়লা-আবর্জনা ড্রেনে নিক্ষেপ করে। ফলে ড্রেন থেকে দুর্গন্ধ আসে। এতদসংক্রান্তে জনগণকে সচেতন করতে হবে। ময়লা আবর্জনা থেকে সার, ডিজেল ইত্যাদি তৈরি করার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

D:\Current File\Durnity\Resulation\29.12.21 Resulation.Docx

অপর পাতায়

বৃষ্টির সময় কাজের মান ভাল হয় না বিধায় ঐ সময় ড্রেন ও রাস্তার উন্নয়ন কাজ করতে দেয়া হবে না। কেসিসি'র ড্রেনের সাইড ওয়ালের উপর বাউন্ডারি ওয়াল করা যাবে না। জনগণের টাকায় নির্মিত ফুটপাত, রাস্তা, ড্রেন ইত্যাদি দখল করে কিছুই নির্মাণ করা যাবে না। জনগণের ভোটে কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়ে জনগণের সুযোগ-সুবিধার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। শুধু বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কেডিএ আবাসিক নির্মাণ করে। তাদের প্রত্যেক আবাসিক এলাকায় সেকেন্ডারি পয়েন্ট, স্কুল, খেলাধূলার মাঠ, পার্ক, ইত্যাদির সংস্থান রাখতে হবে। তিনি সকলকে দুর্নীতিমুক্ত থেকে নীতিবান হয়ে কাজ করে খুলনা সিটি কর্পোরেশনকে তথা দেশকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

সভাপতি জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব) কেসিসি দুর্নীতি করবেন না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন মর্মে তিনি সভাকে জানান। তিনি সকল প্রকার দুর্নীতি প্রতিরোধ করবেন এবং কেসিসি'র সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতিমুক্ত থাকার আহবান জানিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নে বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক নম্বর	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজেদেরকে ভুলত্রুটি সংশোধন করে নৈতিকতার সাথে কাজ করার ও দুর্নীতিমুক্ত কেসিসি গড়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

২৯/১২/২১

লস্কার তাজুল ইসলাম
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
ফোন-০২৪৭৭-৭২০৪০৯
E-mail: ceo.kcc.kln@gmail.com

স্মারক নম্বর- কেসিসি/সেবি/সা.প্রশা/প-১৯৭(অংশ-৪)/২২-২০০৪(৬) তারিখ- ২৯/১২/২০২১

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে প্রেরিত হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড/সংরক্ষিত আসন নম্বর.............,কেসিসি।
২। সচিব, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৩। বিভাগীয় প্রধান (সকল), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৪। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৫। শাখা প্রধান (সকল), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৬। আইটি ম্যানেজার, খুলনা সিটি কর্পোরেশন (কেসিসির ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার অনুরোধসহ)।
৭। সি.এ.টু মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন (মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৮। সংশ্লিষ্ট নথি।

২৯/১২/২১

লস্কার তাজুল ইসলাম
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
ফোন-০২৪৭৭-৭২০৪০৯
E-mail: ceo.kcc.kln@gmail.com